প্রাক – কথন

'মেয়েবেলা' অতিক্রম করে যখন পরিণত চিত্তের অধিকারিণী হ'য়ে সাহিত্য-শিল্পের ক্ষুধার্ত পাঠক হ'য়ে উঠেছি, তখন থেকেই আশাপূর্ণা দেবী আমার প্রিয় কথাকার। তাঁর রচনা-বিশ্ব সাধ্যমতো পরিক্রমা ক'রে একজন তন্নিষ্ট পাঠক হিসাবে তাঁর বিপুল উপন্যাসের ভান্ডার থেকে কয়েকটি নির্বাচিত উপন্যাসের নিবিড় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটি সন্দর্ভ নির্মাণের বিনীত প্রয়াস। এই গবেষণা-সন্দর্ভে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, একজন অবরোধবাসিনী লেখিকা কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার অনুশীলন ছাড়াই তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার আলোকে সেকাল থেকে একালের অবরোধবাসিনীদের মুক্তি -কামনার যে কথাচিত্র অঙ্কন করেছেন, এবং তাদের অবরোধ থেকে উত্তরণের যে পথনির্দেশ রচনা করেছেন, শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও তার প্রাসঙ্গিকতা আজও পর্যন্ত অনস্বীকার্য।

মহিলা মহাবিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে, মানবী চর্চাকেন্দ্র এবং জাতীয় সেবা প্রকল্পের নানা কর্মসূচির সক্রিয় অংশীদার হওয়ার সুবাদে, আমার দীর্ঘ যাপন-অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত আজকের অবরোধবাসিনীদের অবরোধ-চেতনা এবং মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার যে দিকটি আমার কাছে বিভিন্ন সময়ে বহুতর ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা পড়েছে, আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যের দর্পণে তারই বহু কৌণিক এবং বহুমাত্রিক প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করেছি। সেজন্যই তাঁর শিল্পকর্ম আমার অনুসন্ধান ও সমীক্ষার বিষয়ীভূত হয়েছে।

'অবরোধবাসিনীর মুক্তিকামনা : প্রসঙ্গ আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস' শীর্ষক সন্দর্ভটির প্রতিপাদ্য বিষয়কে আমি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। এবং শেষে 'পরিশিষ্ট' নামে একটি অতিরিক্ত অধ্যায় সংযোজন করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এবং তাঁর সাহিত্যিক অবদানের পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অবরোধ' শব্দটি কোন তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে, 'অবরোধবাসিনী' বলতে কী বোঝায়, তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখতে চেয়েছি আশাপূর্ণা দেবীর পূর্বসূরিদের রচনায় ও ভাবনায় অবরোধবাসিনীরা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন এবং তাঁদের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কীভাবে ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আশাপূর্ণা দেবীর দশটি নির্বাচিত উপন্যাসের নিবিড় পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবরোধবাসিনীদের মুক্তি-কামনার স্বরূপ নির্ণয় করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে নির্বাচিত ও পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত উপন্যাসগুলির শিল্পমূল্য বিচার প্রসঙ্গে ‘অবরোধ’ ও ‘মুক্তি’র বহুতর ব্যঞ্জনা বিশ্লেষিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে উপসংহার। এখানে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার নির্যাস অবলম্বন ক’রে সংশ্লেষী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের পরে প্রদত্ত হয়েছে ব্যবহৃত গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকার তালিকা।

পূর্বে উপস্থাপিত সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসারে (Synopsis) ছয়টি অধ্যায় প্রস্তাবিত হলেও বর্তমান সন্দর্ভে আমি ‘পরিশিষ্ট’ শিরোনামে আরও একটি অধ্যায় সংযোজন করেছি। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে প্রতিফলিত অবরোধবাসিনীদের স্বরূপ ও গল্পগুলির শিল্পমূল্য আলোচনা করেছি।

আমার ভাবনা ও পরিকল্পনাকে সন্দর্ভের অবয়বে যথাযথ রূপদান করতে নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার গবেষণা-সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. তরুণ কান্তি রায়। তিনি যখন কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত, তখন থেকেই তাঁর তত্ত্বাবধানে আমার এই কাজের সূত্রপাত।

আমার এই সন্দর্ভ নির্মাণের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী বন্ধুরাও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া, আমার কর্মস্থলের (প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ সদাসর্বদা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। আমার ছাত্রীরাও পরোক্ষে আমাকে এই কাজে উজ্জীবিত ও প্রাণিত করেছে। এঁদের সকলের উদ্দেশেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এইসব গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সহায়তা ছাড়া আমার এই সন্দর্ভ নির্মাণ সম্ভব হতো না!

নিবেদক
বিনীত
কোয়েলা গাঙ্গুলী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি